গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৮ নভেম্বর ২০১৭ ও বেলা ১১.০০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা প্রথমে বিগত ২৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অগ্রগতির বিবরণ অন্তর্ভূক্তির সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। সভায় কর্মকর্তাগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত (২য় সংশোধিত) মেয়াদী সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পের অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। খ) সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল দ্রুত মঞ্জুরির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যেম যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) জনবল দ্রুত মঞ্জুরির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, (ক) মৎস্যখাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন" প্রকল্প এর মাধ্যমে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি প্রিন্সিপালের আবাসিক ভবন, ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি ইনস্ট্রাক্টর ডরমিটরী, ১টি ছাত্রাবাস, ১টি ছাত্রীনিবাস, ১টি ইরোশন প্রটেকশন কাম বাউন্ডারী ওয়াল মেরামতসহ গেইট, ১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, ১টি কম্পোন্যান্টসহ মৎস্য হ্যাচারি, কম্পাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম, ৩টি পুকুর খনন, ১টি গ্যারেজ, ২টি গার্ডরুম, ৩টি পুকুরের রিটেনসন ওয়াল নির্মাণ, ১টি অডিটোরিয়াম, ১টি মসজিদ, বহিঃবিদ্যুতায়ন, ৩টি ডিপটিউবওয়েল স্থাপন, ২৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার সরবরাহকরণ, জিমনেসিয়ামের যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস এবং ডরমেটরির আসবাবপত্র সরবরাহকরণ, ভূমি উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১টি জেনারেটর সরবরাহ, বৃক্ষরোপণসহ ফুলের বাগান করা, পুকুরেরপানি সরবরাহের লাইন স্থাপন ও নির্মিত ভবনের ফলোআপ মেইন্টেনেন্সের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) ০৩টি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটের ছাড়পত্র প্রাপ্ত ৩৫ টি পদে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে দ্রুত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) জেলা প্রশাসনের সমন্বয় সভায় আলোচনা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ২০১৭-২০১৮ সেশনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ব্যাপক প্রচারসহ শিক্ষার্থী	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট বেলকুচি, সিরাজগঞ্জের অবকাঠামো সমূহের গুনগতমান নিশ্চিতের জন্য নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ এর মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষার উপকরণসহ প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। (খ) ০৩টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের ৩৫টি পদে আউট সোসিংএর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য ইজিপির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্রগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (গ) মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে আগামী ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে আগামী আগষ্ট, ২০১৮ এর মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হবে। তাছাড়া ইনস্টিটিউটগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সমন্বয় সভায় আলোচনা করার জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের জন্য অধ্যক্ষ ইতোমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে মর্মে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন।	ভর্তির বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান" প্রকল্প কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের ১৬ লক্ষ ২০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে। জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন অর্থনৈতিক কোডে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রণীত নীতিমালার আলোকে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	প্রকল্প জুন/১৭ তে সমাপ্ত হওয়ায় অর্থ বিভাগে রাজস্ব খাতে সৃজিত কোডে অধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যয়বিবরণসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সরকারীভাবে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ) এর কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের অধীনে গোপালগঞ্জ জেলা আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্পের অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিগ্রহণকৃত জমির দখল পাওয়া গিয়েছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। স্কেল ভেটিংয়ের কপি অর্থ বিভাগ হতে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে।	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ প্রদান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দরিদ্র জাটকা জেলে পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল প্রদান করা হলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাটকাসমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২,৩৮,৬৭৩টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৮,১৮৭.৬৮ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে পর্যন্ত জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। সেখানে ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্তএ সরকারের বিগত ৯ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে মোট ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫৭ মে. টন। সীমিত সম্পদের প্রেক্ষিতে দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা এবং আপদকালীন জীবন-জবিকা পরিচালনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের	জাতীয় মাছ ইলিশ রক্ষায় জাটকা নিধন বন্ধের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ সুফলভোগী জেলে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

		তহবিল গঠনের লক্ষ্যে 'ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নীতিমালা' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এলক্ষ্যে ECOFISH^{BD} প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।		

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক. রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের অক্টোবর, ২০১৭ মাসে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ২০৬.১০ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমান ৪২.০৫ মে.টন। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের অক্টোবর, ২০১৬ মাসে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ২৮৫.৮৪ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল যার মধ্যে সৌদি আরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমান ছিল ১৬৮.৬৮ মে.টন। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ৯৩৬.৩৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমান ৪৪৫.৯২ মে.টন। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জুলাই, ২০১৬ হতে অক্টোবর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ১০৪১.৩৫ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছিল। এর মধ্যে সৌদি আরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমান ৫২২.৫৪ মে.টন। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ৩,৫২২.২০৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। এর মধ্যে সৌদি আরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমান ১,৭৭৪.৯১মে.টন। বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরির জন্য ইতোমধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতোমধ্যে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে।	(ক) রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানী করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ক) বর্তমানে সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে মাংস ও মাংসজাত পণ্য রপ্তানীর জন্য আবশ্যিক শর্ত পূরণে বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকা কিংবা জোন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলার ০৬ টি গ্রামে ক্ষুরারোগমুক্ত জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে টিকা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগমুক্ত করণের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং ভোলা জেলাকে ক্ষুরারোগ মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত "পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ" প্রকল্পটির যাচাই সভা, জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা এবং পর্যালোচনা সভার নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে (স্মারক নং-৫৯২, তাং-১৫/১০/১৭ খ্রিঃ)। খ) ক্ষুরারোগ মুক্ত zone তৈরীর লক্ষ্যে গত ২৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে যুগ্মসচিব, প্রাণিসম্পদ-২, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিচালক, সম্প্রসারণ, উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর রাজশাহী, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাবনা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাথিয়া, বেড়া ও সুজানগর, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ, বেঙ্গল মিট প্রসেসিং লিঃ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, খামারিবৃন্দ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের সমন্বয়ে একটি	ক. হালাল মাংস রপ্তানি বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং গবাদিপশুর মাংস রপ্তানির জন্য প্রাথমিকভাবে ২/৩টি দ্বীপ বা বিশেষ এলাকাকে নির্বাচন করে zoning কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। খ. দ্রুত প্রস্তাবিত zoning এলাকার খামারী, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের একজন	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশের আলোকে নিম্নোক্ত কর্মপরকিল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। • পাবনা জেলার সাথিয়া, বেড়া এবং সুজানগর উপজেলা নিয়ে ক্ষুরারোগমুক্ত জোন তৈরী করা হয়। • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও প্রাণসিম্পদ গবষেণা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে নির্বাচিত এলাকাসমূহে বিস্তারিত সার্ভে করে কৃমিনাশক ঔষধ ও টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। এফএমডি ভ্যাকসিন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। • ডিজিজ সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিএলআরআই। পাবনা জেলার স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ, খামারি ও জনপ্রতিনিধিগণ এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।	যুগ্মসচিবসহ সভা করে zoning বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে দাখিল করতে হবে।	
২	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের অক্টোবর, ২০১৭ মাসে মোট ৪,৫৪২.৫৫ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৫২.৭৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৬৮৩.৩৫ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১.৮৯ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে (পরিশিষ্ট ক)। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের অক্টোবর, ২০১৬ মাসে মোট ৪,৮৫৭.৮১ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৫৫.৯৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩৯২.৩৬ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১.০০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জুলাই, ২০১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৮,৩৩৫.০৫ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ২১১.১৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ১৪৪৪.৪০ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ৪.০৯মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জুলাই, ২০১৬ হতে অক্টোবর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত মোট ১৮,৫৯৫.৫৬ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ১৮৮.৭৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৯৯৫.০১ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ২.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের অক্টোবর, ২০১৭ মাসে মোট ৬,১৮২.০৪২ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৭.২১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের অক্টোবর, ২০১৬ মাসে মোট ৬,০৬৮.৩২ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৮.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের জুলাই, ২০১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ২৩,৪৭০.৬৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২২৪.২৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জুলাই, ২০১৬ হতে অক্টোবর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ২৪,৭২৫.৯৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২০৩.০৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে অক্টোবর, ২০১৭ মাসে মোট ৮৮.০০ মে.টন ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা রপ্তানি করা হয়েছে। এ সকল উপজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (ঘ) হিমায়িত মাছ, মাংস রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে সভা করতে হবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধির অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস ১ ও ২), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভায় জানান যে, Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয় একটি সমন্বিত কাজ, যা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিএফডিসি পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে। ইতোমধ্যে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কয়েক দফা সভা করা হয়েছে। এ আলাপের প্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন গত ২৪/০৫/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে এ সকল সভার প্রেক্ষিতে পরীক্ষামূলকভাবে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান "এসাপ হেলদি ফুড		

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>লিমিটেড"এর যৌথ উদ্যোগে "Ready to Cook" মৎস্য পণ্য বিএফডিসির কারওয়ান বাজারস্থ প্রধান কার্যালয়ের মৎস্য বিতান ও ঢাকা শহরে বিএফডিসির সকল ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে বাজারজাতকরণ করা শুরু হয়েছে। বিদেশের বাজারে Value added পন্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে অচিরেই মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা করে বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। তাছাড়া পাঙ্গাসের বিষয়ে Value added করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।</td>
<td rowspan="2">করতে হবে।
(ঙ) পাঙ্গাসের বিষয়ে Value added করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td rowspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গুনগত মান নিশ্চিত করেই মাংস রপ্তানী করা হয়। রপ্তানীযোগ্য মাংসের গুনগত মান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) থেকে জীবানুমুক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সিডিআইএল থেকে মাংস রপ্তানির জন্য এনথ্রাক্স ও সালমোনেলা রোগমুক্ত সনদ প্রদান করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এই ধরণের আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩</td>
<td>দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের জনবল দিয়ে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। বিগত ০৩ অর্থ বছরের পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ
গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা (লক্ষ):

<table>
<tr><th>নাম</th><th>২০১৪-১৫</th><th>২০১৫-১৬</th><th>২০১৬-১৭</th></tr>
<tr><td>গরু</td><td>২৩৬.৩৬</td><td>২৩৭.৮৫</td><td>২৩৯.৩৫</td></tr>
<tr><td>মহিষ</td><td>১৪.৬৪</td><td>১৪.৭১</td><td>১৪.৭৮</td></tr>
<tr><td>ভেড়া</td><td>৩২.৭০</td><td>৩৩.৩৫</td><td>৩৪.০১</td></tr>
<tr><td>ছাগল</td><td>২৫৬.০২</td><td>২৫৭.৬৬</td><td>২৫৯.৩১</td></tr>
<tr><td>মুরগি</td><td>২৬১৭.৭০</td><td>২৬৮৩.৯৩</td><td>২৭৫১.৮৩</td></tr>
<tr><td>হাঁস</td><td>৫০৫.২২</td><td>৫২২.৪০</td><td>৫৪০.১৬</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৬৬২.৬৪</td><td>৩৭৪৯.৯০</td><td>৩৮৩৯.৪৪</td></tr>
</table>

দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন:

<table>
<tr><td>নাম</td><td>২০১৪-১৫</td><td>২০১৫-১৬</td><td>২০১৬-১৭</td></tr>
<tr><td>দুধ (লক্ষ মে. টন)</td><td>৬৯.৭০</td><td>৭২.৭৫</td><td>৯২.৮৩</td></tr>
<tr><td>মাংস (লক্ষ মে. টন)</td><td>৫৮.৬০</td><td>৬১.৫২</td><td>৭১.৫৪</td></tr>
<tr><td>ডিম (কোটি)</td><td>১০৯৯.৫২</td><td>১১৯১.২৪</td><td>১৪৯৩.৩১</td></tr>
</table>

এছাড়া গবাদিপশু-পাখির দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৩/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অধিদপ্তরের ৯৩০(৪) নং স্মারকে পরিচালক(সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে আহবায়ক করে ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উৎপাদন চাহিদামতে অর্জিত হওয়ার তথ্য/উপাত্ত ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রদান করার জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকল-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>(ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিজস্ব উদ্যোগে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ করতে হবে ও মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(খ) উৎপাদন চাহিদামতে অর্জিত হওয়ার তথ্য/উপাত্ত ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে।</td>
<td>যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ১) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট রেড চিটাগং, মুন্সিগঞ্জ এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিসিবি ক্যাটলব্রিড-১ জাতের গরুর ওপর গবেষণা কাজ করছে। এই ক্যাটেলগুলো সংরক্ষণ এবং প্রজনন পদ্ধতিতে কৌলিকমান উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

এছাড়া, দুধ বাড়ানোর লক্ষ্যে দেশী জাতের মহিষের সাথে উন্নত জাতের যেমন মুরহা ও নিলিরাভি মহিষের প্রজনন ঘটিয়ে উন্নয়ন করে আসছে এ লক্ষ্যে মোট ২০টি সংকরজাতের মহিষের বাচ্চা পাওয়া গেছে এর মধ্যে ৮টি মুরহাজাতের এবং ১২টি নিলিরাভি জাতের । মুররাহ সংকরজাতের বাচ্চাগুলির জন্ম ওজন ৪০ কেজি পর্যন্ত যেখানে দেশী মহিষের বাচ্চার ওজন ২০ থেকে ২৫ কেজির মধ্যে হয়ে থাকে। খামারী পযায়ে দেশী জাতের</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

		মহিষের উন্ননের লক্ষ্যে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ি হাট এলাকায় ইস্ট্রাস সিনকোনাইজেশন করে কৃত্রিম প্রজনন এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে রাজাবাড়ি এলাকায় ০৯ জন খামারীর মহিষ গাভী গর্ভধারণ। ইনস্টিটিউট-এ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা চলমান রয়েছে। এ লক্ষে বিদেশ থেকে ০৬টি বিশুদ্ধজাতে মহিষ ক্রয় করা হয়েছে যার মধ্যে ০৩টি মুরহা ও ০৩টি নিলিরাভি ষাঁড়। ২) দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় আবহাওয়ায় মানানসই, অধিক মাংস উৎপাদনশীল এবং খামারী পর্যায়ে লাভজনকভাবে লালন-পালনের উপযোগী জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বীফ ব্রিডিং কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। উন্নত জাতের দেশী বিসিবি-১ এবং আর ৪ টি (ব্রাহমান, লিমুসিন, সিমেন্টাল ও শ্যারোলেইস) উন্নত মাংসল জাতের ষাঁড়ের বীর্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ পূর্বক তা দ্বারা বিসিবি-১ কে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত বীফ প্রজেনীর (এফ১) জন্ম থেকে ২ বৎসর বয়স পর্যন্ত (মার্কেট বয়স) দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা, রোগ-বালাই এবং আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগীতা যাচাই পূর্বক সর্বোৎকৃষ্ট প্রজেনী বাছাইকরণ গবেষণা কর্মসূচীটি পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবৎকাল পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ৫২ টি (এফ১) বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। F_1প্রজেনীর বাছাইকরণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে ইন্টার-সি মেটিং কার্যক্রমও চলমান। সর্বোৎকৃষ্ট প্রজেনী বা উৎপাদিত ষাঁড় দ্বারা দেশী গাভীকে প্রজননের মাধ্যমে মার্কেট বীফ ক্যাটল তৈরী করা হবে যা ২ বৎসর বয়সে নূন্যতম ৬.৫ FCR এ কমপক্ষে ৩০০ কেজি দৈহিক ওজন প্রাপ্ত হবে।		
৪	কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় নিম্নরূপ তথ্য/অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ ক) গবাদিপশুর কাঁচা চামড়া উৎপাদন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন। তবে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭ শত ৮১ পিস গবাদিপশুর চামড়া উৎপাদিত হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার ভালুকাতে অবস্থিত "রেপ্টাইলস ফার্ম লিমিটেড" জাপানে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৩০ পিস, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪০০ পিস, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০০ পিস এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২০০ পিস কুমিরের চামড়া (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে) রপ্তানি করে। বান্দরবন জেলার নাইক্ষংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের পাহাড়ী এলাকা তুমব্রু গ্রামে অবস্থিত আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আকিজ ওয়াইল্ড লাইফ ফার্মে মোট কুমিরের সংখ্যা ৬৫০ টি, তার মধ্যে বড় ৫০ টি এবং বাচ্চা ৬০০ টি। এ ফার্ম থেকে এখন পর্যন্ত কুমিরের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়নি। খ) এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্যোগ অব্যাহত আছে। গ) চামড়ার গুণগত মান গবাদিপশুর স্বাস্থ্য, জবাই পরবর্তী দ্রুত চামড়া ছাড়ানো এবং প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের উপর নির্ভর করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এই বিষয়ে একটি ৩ মিনিটের সচিত্র প্রতিবেদন (ভিডিও কনটেন্ট) তৈরী করে কোরবানির পূর্বে ৪ থেকে ৫ দিন কয়েকবার করে বিটিভি-তে সম্প্রচার করা হয়েছে।	(ক) প্রাণিসম্পদ খাতে কুমিরসহ বিভিন্ন প্রাণির প্রক্রিয়াজাত চামড়া রপ্তানির বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) মানসম্মত চামড়া উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর. ভি. মীন সন্ধানী" বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য FAO কর্তৃক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ (তিন) বছরের সার্ভে ক্রুজ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে "আর. ভি. মীন সন্ধানী" দ্বারা নিয়মিত ডিমার্সাল শ্রীম্প সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিচালিত ৪টি ক্রুজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১৭৬ প্রজাতির মৎস্য, ১৩ প্রজাতির চিংড়ি ও ১৪টি অন্যান্য প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান ও মোলাস্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। "আর ভি মীন সন্ধানী" জরিপ জাহাজের সার্ভে কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৬ জন কর্মকর্তাকে FAO এর	(ক) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) লংলাইনার ও পার্স সেইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), যুগ্ম-প্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		কনসালটেন্ট এর মাধ্যমে ২২-২৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত "Training on Design and sighting surveys" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। "আর ভি মীন সন্ধানী" নিয়মিত ক্রুজ পরিচালনার পূর্ব লক্ষ্যে ২৮/১০/২০১৭ খ্রি. হতে ৩১/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিনের জন্য ট্রায়াল ক্রুজ সম্পন্ন করেছে। মহাপরিচালক সভায় জানান যে, ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে পরবর্তী ক্রুজ শুরু হবে। "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্প জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে Stock assessment কার্যক্রম চলমান রাখা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী "আর ভি মীন সন্ধানী" জাহাজের মাধ্যমে সঠিকভাবে জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য এফএও এর সহায়তায় Technical Support for Stock Assessment of Marine Fisheries Resources in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (TCP) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project in Bangladesh: Preparation Facility শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিগত ১৬-১৮ আগষ্ট, ২০১৭ খ্রি. শ্রীলংকার কলোম্বোতে অনুষ্ঠিত "EAF Nansen Programme Meeting" শীর্ষক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০১৮ খ্রি. সালে জরিপ জাহাজ R.V. Dr. Fridtj of Nansen দুই সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশে acoustic সার্ভের জন্য আগমন করতে পারে এবং তার প্রস্তুতির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে সকল বাণিজ্যিক ট্রলার (Industrial Trawler) দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বলবৎ করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি ২০১৭ সালেও কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ৪টি লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের সম্মতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। বিগত ০২/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে ০১টি লং লাইনার এবং ০২টি পার্স সেইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযান/ট্রলারের অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্রে ছোট ছোট বোট দিয়ে কম্পোজিট ইউনিট এর মাধ্যমে লংলাইনিং পরিচালনার জন্য ফিশিং লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নৌকল্যান ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং নৌকল্যান শিপিং লাইনস লিঃ কোম্পানি দুইটির লংলাইনার এর আবেদন সুপারিশসহ *২৪/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।* Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) -এর সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Cooperating Non-Contracting Party-র মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছ আহরণ বাড়বে এবং আমাদের মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে।	নৌযানের ফিশিং লাইসেন্সের আবেদন প্রাপ্তির পর লাইসেন্স প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাসময়ে গ্রহণ করতে হবে।	

৬	জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে।	সভায় জানানো হয়, (ক) জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য **জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প** এর আওতায় **প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ** এবং **ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা** কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭৩টি জাটকা আহরণে বিরত জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ০৪ মাসের জন্য মোট ৩৮ হাজার ১৮৭ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২০০৮-০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বের ৭ বছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ৯০৬মে.টন। অথচ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিগত ৯ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫৬.৯৬ মে.টন। ২০১৭ সনে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়ে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২৫টি জেলার ১১২টি উপজেলার দরিদ্র ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৬২ টি জেলে পরিবারের জন্য ২০ কেজি হারে ৭,৬৮৯.২৪ মে.টন চালের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর এবং WorldFish বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন USAID সহায়তাপুষ্ট ECOFISH^{BD}প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৯টি উপজেলায় এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ২৩৬ জন সুফলভোগীকে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২ লক্ষ ৯৯ হাজার মে.টন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার মে.টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ উৎপাদন ১.০ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫.০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। (খ)"ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক)গৃহিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নতুন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৭	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ক) দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ সকল খামারগুলো নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং করা হয়। খ) ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। গ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন (CBO) গঠন করে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগনের আমিষের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখা হচ্ছে। "ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট ২য় পর্যায়" (এনএটিপি-২) এর আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৪,৫৮১ টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) গঠন করা হয়েছে, যেখানে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৩০ জন প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট খামারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া "সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-বি) ২য় পর্যায়" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ১২৮ টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়িং খামার এবং ১২,৩৪০ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী ভেড়ার খামার উন্নয়ন করা হয়েছে।	(ক) এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) CBO গঠনের প্রস্তাব অনুমোদনের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৮	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে মহিষের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মহিষের দুধে স্নেহজাতীয় উপাদান বেশী থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, লবণাক্ত সহিষ্ণু এবং প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ''মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প'' জুন/১৭ খ্রি: মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ১৩ টি জেলার ৩৯ টি উপজেলা এই প্রকল্পের আওতাধীন ছিল। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ২৪১ টি সংকর মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। ইহা ছাড়া সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে পাকিস্তানের নিলি-রাভি জাতের মহিষের ১০০ ডোজ সিমেন বাগেরহাট মহিষ উন্নয়ন খামারে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ পাওয়া গিয়েছিল এবং এই সিমেন দ্বারা খামারের মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান আছে। এই পর্যন্ত নিলি-রাভি জাতের ২৮ টি সংকর মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের ৩১/০৮/২০১৭ খ্রি: তারিখের স্বারক নং-৪৯০ মোতাবেক মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যার মেয়াদকাল ০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২২ এবং প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৭৫৭.৪৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ভোলা, বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং রাজশাহী জেলায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর গত ১২/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটির পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান আছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগত মান নিশ্চিত করে চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ক) মধ্য প্রাচ্যের সকল দেশে Black Bengal Goat এর মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), মালদ্বীপ এবং সৌদিআরবে ছাগলের মাংস রপ্তানী করা হয়। এছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার মাধ্যমে আমেরিকায়ও ছাগলের মাংস রপ্তানী করা হয়। বাংলাদেশ ছাগল পালনে ৪র্থ এবং ছাগলের মাংস উৎপাদনে ৫ম । ছাগলের মাংস রপ্তানীর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তিসূচক সনদ (NOC) প্রদান এবং মাংসের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত ৪,৫৮০ কেজি ছাগলের মাংস রপ্তানী হয়েছে। খ) Black Bengal Goat উৎপাদন গাইডলাইন অনুযায়ী ছাগল উৎপাদন করা হয়। গ) সরকারি ছাগল খামার হতে সুফলভোগীদের মাঝে নির্ধারিত মূল্যে পাঁঠা বিতরণ করা হয়। ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে Black Bengal Goat জাতের ৬১৩ টি পাঁঠা সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরকারী ছাগল উন্নয়ন খামার হতে কৃষক/খামারী/দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত ১৩৯ টি পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে এবং একই সময়ে ৮৮৭ টি ছাগীর প্রাকৃতিক প্রজনন করা হয়েছে। APA- এর মাসিক কার্যক্রম প্রতিবেদনে পাঁঠা বিতরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকে। গত ২১/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অধিদপ্তরের ৫৪০ নং স্মারক মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পাঁঠা বিতরণের তথ্য সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) "ব্ল্যাক বেঙ্গল" ছাগলের জাতটিকে "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসাব নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা)আইন, ২০১৩ এর জি আই ফরম-১ এ নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ জমা পূর্বক গত ২৪/১০/২০১৭ তারিখ রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবরে দাখিল করা হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে (ক) ছাগল উৎপাদনের মডেল গ্রাম তৈরীর লক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা	(ক) মধ্য প্রাচ্যের বাজারে Black Bengal Goat এর মাংসের চাহিদা ও রপ্তানি বিষয়ে তথ্য পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। (খ)Black Bengal Goat উৎপাদন গাইডলাইন অনুযায়ী উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ)সরকারি খামার হতে সুফলভোগীদের মাঝে নির্ধারিত মূল্যে বিতরণকৃত পাঠার ব্যবহার ও সুফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (ঘ)Black Bengal Goat এর Branding করার প্রস্তাব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে কাগজ পত্রাদি সংশোধন করে এ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই

		উপজেলায় পাড়াগাঁও, গাঙ্গাটিয়া ও পাঁচপাই গ্রামে বিএলআরআই কর্তৃক পরিচালিত সমাজভিত্তিক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কার্যক্রম চলমান। খ) বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত কৌলিকমান সম্পন্ন ছাগলের পাঁঠা সারা দেশে ছাগল পালন খামারীদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান।		
১০	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, ক) সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে বহুল প্রচারের জন্য টিভি স্পট, নাটিকা, ভিডিও ডকুমেন্টারী, জারীগান এবং আরডিসি তৈরী করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের কৃষি দিবানিশি প্রোগ্রাম এবং বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল-চ্যানেল আই, ইনডিপেন্ডেন্ট, চ্যানেল-৭১, এটিএন বাংলা, চ্যানেল-২৪, যমুনা টিভি, বাংলাভিশন এবং রেডিও ৭১ চ্যানেলসমূহে পৃথকভাবে দেশে ভেড়া পালনের সম্ভাব্যতা তুলে ধরা হয়েছে। তৈরীকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ইউটিউব এবং ফেসবুকের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের নিকট তুলে ধরা হয়েছে এবং সিডি ক্যাসেটের মাধ্যমে ৬৪ টি জেলার প্রাণিসম্পদ অফিস, বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শনের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। দেশে ভেড়ার মাংসকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এবং মানুষকে ভেড়ার মাংস ক্রয় ও ভেড়ার মাংস খাওয়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রকল্প হতে দৈনিক সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনে বিভিন্ন শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৫০ হাজার লিফলেট, ৩৫ হাজার বুকলেট, ৩৭ হাজার ৫ শত ফোল্ডার এবং ১ হাজার ফেষ্টুন বিতরণ করা হয়েছে। খ) বেসরকারি ভেড়ার খামার রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর/১৭ খ্রী: পর্যন্ত দেশব্যাপী রেজিষ্টার্ড ভেড়ার খামারের সংখ্যা ৩,৬৩২ টি। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট জানান যে, ক) বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে ভেড়া পালন বিষয়ে ৩০ মিনিট এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। নাইক্ষ্যংছড়ি পাহাড়ী এলাকায় ভেড়া পালনকে জনপ্রিয় করার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে পাহাড়ী এলাকায় ভোড়া পালন বিষয়ে ৩০ মিনিট এর একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ভেড়ার পশমকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে পশম জাত পণ্য উৎপাদন এবং এর ব্যবহারের উপর ১০ মিনিট এর একটি ডকুমেন্টারী বাংলাদেশ টেলিভিশনে বহুল সম্প্রচার করা হয়। খ) ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন জাতের ভেড়া সংরক্ষণ এবং কৌলিক মান উন্নয়ন সহ ভেড়ার নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। ইনস্টিটিউটে উপকূলীয়, যমুনা অববাহিকা, বরেন্দ্র, ধামারা, পেরেন্ডাল, ডরপার ও সাফোক জাতের ভেড়া রয়েছে।	(ক) ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারিতা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) দেশব্যাপী সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা ও নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে আগামী সভায় তথ্যাদি দাখিল করতে হবে। (গ) ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হারে সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ''বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২,২৮০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪৪৪টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ১২৩টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২,২২০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪০৪টি কাঁকড়া চাষের প্রদর্শনী এবং মোট ১১৭টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অক্টোবর, ২০১৭ মাসপর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বনবিভাগ হতে কুচিয়া রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই

		প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২৪০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। সামাজিক পর্যায়ে ১৩টি কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী, ২৪টি কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী, ১০টি পেনে কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী এবং ১৫টি খাঁচায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানির উজ্জল সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর, ২০১৭মাসে ০.১৪মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১৪.৯৩মে.টন কাঁকড়া এবং ১.৭৬ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৭৮১.৭ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অক্টোবর, ২০১৬ মাসে ১.৩২ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৬৬২.৬৪ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই হতে অক্টোবর, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ০.৪২মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৪৮.০৯ মে.টন কাঁকড়া এবং ৭.০১ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৩,১৬৩.০২ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে জুলাই হতে অক্টোবর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত ০.৬৫ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৭০.১০ মে.টন কাঁকড়া এবং ৯.২৪ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৪,৫৬০.৭০ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। সভায় জানানো হয় যে, অন্যভাবে কুচিয়া রপ্তানি হচ্ছে। বনবিভাগের অনুমোদন নিয়েও রপ্তানি করা হয়। এ রপ্তানির পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১.৯৬ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১৯৬.৫২ মে.টন কাঁকড়া এবং ২৫.৩৭ মিলিয়ন ইউ. এস.ডলার মূল্যের ১২,৬৮৫.৯৮ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল।		
১২	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৬৬.৬৭৮৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অক্টোবর/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৫১.১২ কোটি টাকা। আদায়কৃত টাকা থেকে মোট পুন:বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ ১৮.৯১ কোটি টাকা এবং অক্টোবর/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত পুন:বিনিয়োগকৃত টাকা আদায়ের পরিমাণ ১৪.৭১ কোটি টাকা। অক্টোবর/২০১৭ খ্রি: মাসে ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৫১.৪২ কোটি টাকা। খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ অব্যাহত আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। গ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ঘ) বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে জন প্রতি ০৪ টি গরুর জন্য সবোর্চ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বন্ধকবিহীন ৫% সরল সুদে দেশব্যাপী ১৩ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ১ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বমোট ১ শত ৭৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে, যা ছোট ছোট খামার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। খামারীদের ঋণ প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) ক্ষুদ্র ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী বিতরণ করতে হবে। (গ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ঙ) প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য	অতিরিক্ত সচিব মৎস্য), যুগ্মসচিব (প্রাস- ২), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই

			সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
১৩	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় "মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প" জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অক্টোবর, ২০১৭ মাসে ৭৯৮টি অভিযান, ৬৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে চলতি মাসে কোথাও ফরমালিন পাওয়া যায়নি। অভিযোগ হয়েছে যে, মৎস্য ও পশুখাদ্যের নামে ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানী হচ্ছে যা মানুষের দেহের জন্য ক্ষতিকর। এ কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুলাই, ২০১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৭৩২ টি অভিযান, ২৪২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ৬ কেজি মাছ জব্দ ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ফরমালিন পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় অক্টোবর, ২০১৭ মাসে ২১৫টি অভিযান এবং ৫৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭০৮টি অভিযান, ১৮১টি মোবাইল কোর্ট এবং ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।	(ক) মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে। (খ) প্রতিমাসে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে অভিযান /মোবাইলকোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ)মৎস্য ও পশুখাদ্যের নামে ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানী বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনবিআর-এ পত্র লিখতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, পশুখাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ এবং মাংসের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পশুজবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত মোট ৭৪টি অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করেছে। উক্ত অভিযানে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৬২ টাকা জরিমানা আদায় ও ৭০ কেজি ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্ট করা হয়েছে। পশুখাদ্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রনের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১০৮৭ টি সভা/সেমিনার, ৪৩ টি বিজ্ঞপ্তি স্থানীয়/জাতীয় দৈনিকে প্রচার, ৬৩ টি বিজ্ঞাপন রেডিও/টেলিভিশনে প্রচার, ২২২ টি স্থানে মাইকিং, ১৩৫ টি বিলবোর্ড স্থাপন, ৪৯ হাজার ৮৭৩ টি লিফলেট বিতরণ ও ৫ হাজার ৩০২ জন স্টেকহোল্ডারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	মৎস্য ও পশু খাদ্যে ভেজাল রোধে আইনের প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১৪	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করত হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১৫	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PCR ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের অগ্রগতির বিষয়ে সভায় জানান যে, এ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম চলছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়।	(ক) প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে। (খ) উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৬	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর নিজস্ব আয় এর একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ব্যয় করার অনুমতি/ সম্মতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউ, টবাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যয় করার বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে তাগিদ দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১৭	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৮ বছরের সাফল্য সংক্রান্ত পুস্তকটি প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল দপ্তর/সংস্থা থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পুস্তাকের খসড়া তৈরীর কাজ চলছে।	উন্নয়নের ৮ বছর ২০০৯-১৭ অর্থ বছরের পুস্তিকা প্রকাশের কার্যক্রম ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
১৮	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিগত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভায় মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সার্ভেল্যান্স, ফিল্ড সার্ভিস, ফিশ নিউট্রিশন, ডিজিজ ম্যানেজম্যান্ট, অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, চিংড়ি ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ এবং ইলিশ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পদসমূহ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় দ্রুত উল্লেখিত ১,৫৩১টি পদ সৃজনে সম্মতির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে বিদ্যমান জনশক্তির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভিশন ২০২১, বাংলাদেশঃ সমৃদ্ধ আগামী এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও মৎস্য উপখাতের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা দুরূহ হয়ে পড়বে বিধায় গত ১১/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১,৫৩১ টি পদ সৃজন বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় পুনরায় পর্যালোচনা পূর্বক অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ চিহ্নিত করে পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পর্যালোচনা সভার উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য-১ অধিশাখার ১৪/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৮.০০১.১৫-৩৪৫ সংখ্যক স্মারকমূলে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করায় মৎস্য অধিদপ্তরের ২৭/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩৩.০২.০০০০.১০২.২১.০০২.০৬-৭৪০ সংখ্যক স্মারক মূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১,৫৩১টি পদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ১৩ কলাম ছকপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবটি ২২/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাবের উপর ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

		মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর "ক্ষেত্র সহকারী" এর ৬০০টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য একাধিকবার অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র এবং ডিও পত্র প্রদান করা হয়। সর্বশেষে ২৮/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ৯৯ সংখ্যক পত্রে ৬০০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ও মৎস্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের পরামর্শ অনুসরণপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তরের গত ১৬/১১/২০১৭খ্রি. তারিখের ৩৩.০২.০০০০. ১০২.২১.০০২.০৬(১মখন্ড)-১১৩০ সংখ্যক স্মারক মূলে রাজস্বখাতে ৪,৫৫৪ (চার হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন)টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের প্রস্তাবের "ছক" যথাযথভাবে পূরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।		
১৯	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ক) জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮ ইং মেয়াদে ৪৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় প্রাক্কলনে জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের অধীনে একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের ৭২ টি পদ সৃজনের জন্য ০২/০৪/২০১৭ ইং তারিখ, স্মারক নং-৮৮৬ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদ সৃজিত হওয়ার পর রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২০ (ক)	মুক্তাচা ষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, 'Study on the availability of the Pearl producing mussel in Bangladesh'' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত জরিপে এ পর্যন্ত স্বাদুপানির ৫ ধরণের মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক যথাঃ ১. Lamellidens marginalis ২. Lamellidens corrianus ৩. Lamellidens phenchooganjensis ৪. Lamellidens jenkinsianus এবং ৫. Pilyroconcha exilis সনাক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় Lamellidens marginalis ও Lamellidens corrianus এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া, সোনাদিয়া, মহেশখালী, সেন্টমার্টিন প্রভৃতি অঞ্চলে এ পর্যন্ত ৬ ধরণের সামুদ্রিক ঝিনুকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে Placuna placenta থেকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।	(ক) জরিপ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। (খ) প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে মুক্তা সংগ্রহ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(খ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, মুক্তার আকার বড় করার জন্য ১। "Refinement of freshwater pearl culture technology এবং ২। Development of breeding and culture technology of triangle sail mussel, Hyriopsis cumingii" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশীয় ঝিনুকে ম্যান্টল টিস্যু অপারেশনের মাধ্যমে গবেষণায় এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে নিউক্লিয়াস অপারেশন পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। উক্ত প্রযুক্তি প্রমিতকরণে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে। আকারে বড় ও ভালো মানের মুক্তা তৈরির জন্য উন্নত জাতের ঝিনুক ভিয়েতনাম থেকে ২০১৬ সালে উন্নত জাতের ঝিনুক সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত ঝিনুকের প্রজননের উপর গবেষণা চলমান রয়েছে।	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

(গ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যাবে।	গবেষণা/ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঘ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা চলমান রয়েছে।	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঙ)	ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন বিষয়ে ডিপিপি'র আওতায় "Natural Propagation of Freshwater Mussel in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন কৌশল ইনিস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।	দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও মুক্তা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(চ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, দেশীয় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইনস্টিটিউটে ৭ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্পের ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ছ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি,সম্ভাবনা	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, মুক্তা উৎপাদনকারী উন্নত প্রজাতির ঝিনুক সরবরাহে চীন ইতোমধ্যে অনীহা প্রকাশ করেছে। তবে ভিয়েতনাম হতে উন্নত প্রজাতির মুক্তা	এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা

	এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।	উৎপাদনকারী ঝিনুক ২০১৬ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমদানীকৃত ঝিনুকের বাচ্চা তৈরীর জন্য বিদেশ থেকে টেকনিশিয়ান আনার বিষয়ে কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।	অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(জ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, গণভবনের লেক-এ চাষের উপর মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করেছেন বলে জানা যায়। অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তাচাষের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বিগত জুলাই/২০১১ইং মাসে শুরু করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেটির শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গভবনের পুকুরে প্রায় এক বছরে তিনটি ভিন্ন আকারের এবং চারটি ভিন্ন রং এর মুক্তা উৎপাদিত হয়েছিল।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঝ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত 'মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১২-জুন -২০১৯'' মেয়াদে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধি ও রং প্রমিতকরণ, মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও স্থায়িত্বকাল নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।	(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (খ) নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৭/১২/১৭

(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)
সচিব